গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

প্রশাসন-১ অধিশাখা

৯২-৯৩ মহাখালীবা/এ, ঢাকা-১২১২

www.ddm.gov.bd

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত জুলাই ২০২৫ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী ।

সভাপতি : জনাব রেজওয়ানুর রহমান
মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
স্থান : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ : ২৯.০৭.২০২৫ খ্রি.
সময় : বিকাল: ০৩.০০ ঘটিকা
হাজিরা : পরিশিষ্ট -ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতেই টাংগাইল জেলাধীন ধনবাড়ী উপজেলায় কর্মরত পিআইও জনাব মোঃ মজনুর রহমান এর মৃতুতে এবং উত্তরাস্থ মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজে দুর্ঘটনায় মৃতদের রুহের মাগফেরাত কামনা করাসহ নিহত পরিবারদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয় এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য দোয়া করা হয়। সভাপতি ডি-নথিতে নিষ্পত্তিযোগ্য শাখা ভিত্তিক নথির তালিকা অনুযায়ী অন্যান্য সকল শাখার নথিসমূহ ক্রমান্বয়ে ডি-নথিতে নিষ্পত্তির পরামর্শ দেন এবং ডি-নথির কার্যক্রমের উপর শাখাভিত্তিক পরিসংখ্যান মন্ত্রণালয়ের ছক অনুসরণ করে উপস্থাপনের জন্য বলেন। তিনি নির্ধারিত সময়ে অধীনস্তদের অফিসে উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সকল পরিচালককে আবারো অনুরোধ জানান। অতঃপর সভাপতির সম্মতিক্রমে উপপরিচালক বিগত ২৯.০৬.২০২৫ খ্রি.তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় উপস্থিত সকল সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

২. অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

১. ডি-নথির পেন্ডিংসহ অন্যান্য পেন্ডিং পত্র দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে আলোচনা।		
আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ডি-নথির পেন্ডিংসহ অন্যান্য পেন্ডিং পত্রসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে অধিক গুরুত্বসহ আলোচনা করা হয়। ডি-নথিতে নিষ্পত্তিযোগ্য শাখা ভিত্তিক নথি অনুযায়ী শুধু ডি-নথিতে নিষ্পত্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ইতোমধ্যে ডি-নথি'র উপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন উইংয়ে ডি-নথিতে নিষ্পত্তিকৃত পত্র সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে মর্মে সভায় উল্লেখ করেন।	ডি-নথিতে নিষ্পত্তিযোগ্য শাখা ভিত্তিক নথিসমূহ ডি-নথিতে নিষ্পত্তি করতে হবে এবং পত্র জারীর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা।
২. বিভাগীয় মোকদ্দমা		
ক. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে চলমান বিভাগীয় মামলার বিবরণ নিম্নরূপ: (নিচের সারণি দ্রষ্টব্য)	বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	উপপরিচালক (প্রশাসন-১/২) ও সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)

১	১৩/২০২১	জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সহকারী প্রকৌশলী মুজিব কিল্লা নির্মাণ প্রকল্প	১ম শ্রেণিতে যোগদান না করা।	একই বিষয়ে মামলা চলমান থাকায় স্থগিত।
২	৩৫/২০২২	জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, পিআইও, নিকলী, কিশোরগঞ্জ)	তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।	আদেশের অপেক্ষায়
৩	২/২০২৪	জনাব মোহাম্মদ আলী পিআইও, দুমকি,পটুয়াখালী	তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।	আদেশের অপেক্ষায়
৪	০৩/২০২৪	জনাব মোঃ রায়হানুল হক, অফিস সহকারী , পিআইওঅফিস, চাটমোহর।	অধিকতর তদন্তের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।	কার্যক্রম চলমান
৫	০৪/২০২৪	জনাব মোঃ নুরুন্নবী সরকার, পিআইও, শাল্লা, সুনামগঞ্জ (সাবেক পিআইও হাকিমপুর, দিনাজপুর)	তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।	আদেশের অপেক্ষায়
৬	০৫/২০২৪	জনাব লাইয়ুব হোসেন, অফিস সহকারী , পিআইও অফিস, গোপালপুর,টাংগাইল	তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।	আদেশের অপেক্ষায়
৭	০৬/২০২৪	জনাব বিজন কৃষ্ণ খরাতি, পিআইও, প্রধান কার্যালয়ে সংযুক্ত (সাবেক নলছিটি,ঝালকাঠি)	তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	কার্যক্রম চলমান
৮	০১/২০২৫	মোঃ মনিরুজ্জামান সরকার, পিআইও, মিঠাপুকুর,রংপুর	তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	কার্যক্রম চলমান
৯	০২/২০২৫	মোঃ তরিকুল ইসলাম,পিআইও, বামনা বরগুনা।	তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	কার্যক্রম চলমান
১০	০৩/২০২৫	জনাব নায়েমা তাবাচ্ছুম শাহ, সাবেক পিআইও,ভালুকা, ময়মনসিংহ)	তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	কার্যক্রম চলমান
১১	০৫/২০২৫	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পিআইও প্রধান কার্যালয়ে সংযুক্ত	অভিযোগনামা প্রেরণ করা হয়েছে।	জবাব পাওয়া যায়নি।

খ.মামলাগুলো বিস্তারিতভাবে রেজিস্টারে মামলা নম্বর ও সালসহ হালনাগাদ আছে।		
৩. বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলা		
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের (মন্ত্রণালয়সহ) চলমান মামলার হালনাগাদ তথ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে সহকারী পরিচালক (আইন) বলেন যে, মামলার ধার্য্য তারিখে সংশ্লিষ্ট প্যানেল আইনজীবীগণ উপস্থিত থেকে শুনানীতে অংশ নিয়ে থাকেন। মামলার তালিকা হালনাগাদসহ অতি গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ii) ইতোপুর্বে নিয়োগকৃত প্যানেল আইনজীবীদের সাথে সরকারের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় আইনজীবী নিয়োগের জন্য গঠিত কমিটির সুপারিশমতে নতুন ০৩(তিন) জন প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং ইতোমধ্যে নিয়োগ পত্র ইস্যু করা হয়েছে মর্মে সহকারী পরিচালক (আইন) সভায় উল্লেখ করেন। iii) গত সভার সিদ্ধান্তমতে আইন সেলে ০২ একজন কর্মকর্তা ও একজন অফিস সহকারী পদায়ন করা হয়েছে।	i) মামলার ধার্য্য তারিখে সংশ্লিষ্ট প্যানেল আইনজীবীগণের শুনানীতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ii) গঠিত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ০৩(তিন) জন বেসরকারী প্যানেল আইনজীবীদের মধ্যে বিভিন্ন আদালতের চলমান মামলা দ্রুত বন্টন করে দিতে হবে।	সহকারী পরিচালক (আইন) পরিচালক (প্রশাসন)/ উপপরিচালক (আইন)
৪. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ।		
ক) উপপরিচালক (বাজেট/হিসাব) বলেন যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে প্রকল্প বাদে কেবল রাজস্ব খাতে ১৯৮৩-৮৪ থেকে ২০২৩-২০২৪ পর্যন্ত প্রধান কার্যালয়ের মোট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি ১৩৪টি। যার মধ্যে ১১৩টি আপত্তির ব্রডশীট জবাব ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২১ টির আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। খ) ৬৪টি জেলায় অভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তির সংখ্যা ২৬০৩ টি এবং সামাজিক নিরাপত্তা অধিদপ্তরের অধীন সংবিধিবদ্ধ আপত্তির সংখ্যা ১৩৮৪ টি যা অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে মর্মে উপপরিচালক (বাজেট/হিসাব) সভায় উল্লেখ করেন। ৬৪টি জেলায় অভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ডিআরআরও এবং পিআইওদেরকে নিয়ে ক্রমান্বয়ে বিভাগওয়ারী সভা/প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।	ক) অবশিষ্ট অডিট আপত্তির ব্রডশীট আকারে জবাব দ্রুত প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে। খ) মন্ত্রণালয়ের সাথে অভ্যন্তরীন সভা আহবান করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির পদক্ষেপ নিতে হবে। ২. ফাপাড এবং ইজিপিপির অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব পাওয়ার সাথে সাথেই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং জবাব প্রেরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ৩. পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী নির্ধারিত ক্রয় সীমার মধ্যে মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত বাজেট ভিত্তিক ক্রয়-পরিকল্পনা অর্থ বছরের শুরুতেই করতে হবে যাতে পরবর্তীতে কোন অডিট আপত্তি উত্থাপিত না হয়। আগামী ০১(এক) সপ্তাহের মধ্যে এ অধিদপ্তরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। ৪. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির স্বার্থে ১ম শ্রেণি ও ২য় শ্রেণি পিআইওদের তালিকা হালনাগাদ করে মন্ত্রণালয়ের অডিট অধিশাখায় দিতে হবে।	ক) উপপরিচালক (১/২/বা:/হি:) উপপরিচালক (২/বা:/হি: / প্রশিক্ষণ)
৫. অকেজো গাড়ী/অব্যবহৃত মালামাল নিষ্পত্তি সংক্রান্তঃ		
অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে গত ১৮ জুলাই ২০২৪ খ্রি তারিখে অগ্নিকান্ডে ভষ্মীভূত ইলেকট্রিক সাব-ষ্টেশনসহ বিভিন্ন করিডোরে/ কক্ষ এবং ইমারজেন্সি সিঁড়িতে থাকা অব্যবহৃত ফটোকপি/ আসবাবপত্র/ অন্যান্য মালামাল নিলামে বিক্রির বিষয়ে আলোচনা।	অগ্নিকান্ডে ভষ্মীভূত ইলেকট্রিক সাব-ষ্টেশনসহ বিভিন্ন করিডোরে/ কক্ষ বা ইমারজেন্সি সিঁড়িতে থাকা অব্যবহৃত ফটোকপি/ আসবাবপত্র/ অন্যান্য মালামাল মেরামতযোগ্য হলে মেরামত এবং মেরামতযোগ্য না হলে দ্রুত বিধি মোতাবেক নিলামে বিক্রি/নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ক. উপপরিচালক (২) এবং (সহকারী পরি: যান)/ গঠিত কমিটি
৬.সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি		
ক. কাবিখা/ কাবিটা ও টিআর কর্মসূচি: i) ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ১ম ও ২য় ও ৩য় কিস্তিতে ১০৫০.৩৫ (এক হাজার পঞ্চাশ কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ) টাকা এবং ৭০,০০০(সত্তর হাজার) মেঃটন চাল ও ৭০,০০০(সত্তর হাজার) মেঃটন গম বরাদ্দ পেয়ে বরাদ্দপত্রের শর্তমতে উপজেলাওয়ারী বিভাজন করে উপবরাদ্দ দেয়া হয়েছে, ব্যয়ের বিবরণ জেলা/উপজেলাওয়ারী সংগ্রহ করা হচ্ছে এ পর্যন্ত ৪২ টি জেলা হতে তথ্য পাওয়া গেছে মর্মে উপপরিচালক (কাবিখা-১) সভায় উল্লেখ করেন। ii) তাছাড়া গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় ১ম ও ২য় ও ৩য় কিস্তিতে উপজেলা ও পৌরসভাসহ বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক এবং সিটি কর্পোরেশন এর অনুকূলে সর্বমোট ১১১২.৬৬ (এক হাজার একশত বার কোটি ছিয়াষট্টি লক্ষ টাকা বরাদ্দ পেয়ে বরাদ্দপত্রের শর্তমতে উপজেলাওয়ারী বিভাজন করে	ক. i) ও ii) ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় এবং গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ ও খাদ্যশস্য দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পের ব্যয় বিবরণী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জেলা/উপজেলা হতে দ্রুত সংগ্রহ করতে হবে। iii) ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচির এবং গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ ও খাদ্যশস্য দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পের কর্মোত্তর জরীপ যথাযথভাবে এবং যথাসময়ে গ্রহণ করতে হবে প্রকল্পের সভাপতি কর্তৃক প্রকল্পের কাজ প্রাক্কলন অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্পাদন করেছেন কিনা সে বিষয়ে অধিদপ্তর হতে কর্মোত্তর জরীপ যাচাইয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তদারকি আরো জোরদার করতে হবে। iv) কোন প্রকল্পের কাজ না হলে বা আংশিক কাজ হলে	উপপরিচালক (কাবিখা -১) উপপরিচালক (কাবিখা -২) পরিচালক (কাবিখা/

উপবরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং ব্যয়ের বিবরণ জেলা/উপজেলাওয়ারী সংগ্রহ করা হচ্ছে এ পর্যন্ত ৪২ টি জেলা হতে তথ্য পাওয়া গেছে মর্মে উপপরিচালক (কাবিখা-২) সভায় উল্লেখ করেন।	অবশিষ্ট অর্থ/খাদ্যশস্য বিধিমতে সরকারী কোডে/খাতে ফেরত দিতে হবে। সরকারী নিয়মের ব্যত্যয় হলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিকল্পনা)
৭.ভিজিএফ ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি		
উপপরিচালক (ভিজিডি) জানান যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় পবিত্র ঈদ উল ফিতর এবং আযহা উপলক্ষ্যে প্রতি ঈদে ১,০০,৭৬১.৪৬০ মে.টন করে চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং প্রতি ঈদে ১,০০,৭৬১৪৬টি উপকারভোগী পরিবার ১০ কেজি করে চাল বিনামূল্যে পেয়েছে। তাছাড়া বিশেষ বরাদ্দ হিসেবে বান্দরবান ৪২৩ টি উপকারভোগী পরিবারের মধ্যে ২০.০০ (বিশ) মেঃটন চাল এবং যশোর জেলায় ৭৭০টি উপকারবোগী পরিবারের মধ্যে ৬৯.৩০ মেঃটন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। যথাযথ বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য জেলাওয়ারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছিল বিতরণে কোন অনিয়ম পাওয়া যায় নি মর্মে উপপরিচালক (ভিজিডি) সভায় উল্লেখ করেন। ভিজিএফ খাদ্যশস্য পরিবহন ব্যয় বাবদ সংশ্লিষ্ট উপজেলায় পরিবহনের ধরণ বিবেচনায় অর্থ বরাদ্দ, প্রতিটি উপকারভোগীকে ২০কেজি করে চাল প্রদানসহ খোলা অবস্থায় চাল বিতরণ না করে বরাদ্দ অনুযায়ী প্যাকেটজাত/বস্তায় করে বিতরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচির আওতায় ঋণ ও অনুদান হিসেবে ৬২টি জেলায় ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরথেকে ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে মোট ১৪৫ কোটি ৬৪ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এ পর্যন্ত সর্বমোট ৩৭ কোটি ৮৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৯৯৬ টাকা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া সাময়িক বেকারত্ব মোচন তহবিলের আওতায় ঋণ ও অনুদান হিসেবে ৭টি জেলায় বিগত ২০০৩-২০০৪ **অর্থবছরে** মোট ৪ **কোটি** ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এ পর্যন্ত মোট আদায় ১ কোটি ২৮ লক্ষ **৬৬ হাজার ৫৩৭** টাকা। ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি এবং সাময়িক বেকারত্ব মোচন তহবিলের অনাদায়ী অর্থ আদায়ের জন্য ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট টাস্কফোর্স গঠন করা আছে মর্মে পরিচালক (ভিজিডি) সভায় উল্লেখ করেন।	i) বরাদ্দকৃত ভিজিএফ চাল সুষ্ঠুভাবে বিতরণ এর কোন অভিযোগ বা অনিয়মের তথ্য পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে হবে। ii) ভিজিএফ খাদ্যশস্য পরিবহন ব্যয় বাবদ সংশ্লিষ্ট উপজেলায় পরিবহনের ধরণ বিবেচনায় অর্থ বরাদ্দ, প্রতিটি উপকারভোগীকে ২০ কেজি করে চাল প্রদানসহ খোলা অবস্থায় চাল বিতরণ না করে বরাদ্দ অনুযায়ী প্যাকেটজাত/ বস্তায় করে বিতরণের প্রস্তাবনার সুপারিশ আলাদা পত্রে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে ঝুঁকিহ্রাস এবং বেকারত্ব মোচন তহবিলের অনাদায়ী টাকা আদায় জোরদার করতে হবে। পরিচালক (ভিজিডি) বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।	পরিচালক (ভিজিডি)
৮.মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ		
ক) ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় গৃহীত ও অনুমোদিত প্রকল্পের পি-ওয়াক পরিমাপ যাচাই এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট জেলায় গ্রহীত প্রকল্পের প্রাক জরীপ যাচাই করে দ্রুত প্রতিবেদন দেয়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তাছাড়া গত ডিসেম্বর/২০২৪ মাসের সমন্বয় সভায় উপপরিচালক (মূওপ-২) কর্তৃক পেশকৃত প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	ক. ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের যাচাই প্রতিবেদন এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন দ্রুত সংগ্রহ করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ের পরামর্শমতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত এর ব্যবস্থা নিতে হবে। কর্মোত্তর জরীপ যাচাইয়ের পর্যবেক্ষণ/সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে। খ) মূওপ উইং, কাবিখা উইং এবং এমআইএম উইং যৌথভাবে একটি সফট-ওয়ার তৈরী করতে হবে যাতে তাৎক্ষণিকভাবে গৃহীত বাস্তবায়িত প্রকল্পের অর্থ-বছর ভিত্তিক সার্বিক তথ্য অধিদপ্তর হতেই জানা যায়।	পরিচালক (কাবিখা/ (মূওপ)। পরিচালক (মূওপ)
৯.ত্রাণ কার্যক্রম		
ক. জেলা/উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক ঢেউটিন ও শুকনা খাবার ক্রয়পূর্বক বিধি মোতাবেক বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবরে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, তাছাড়া বিভিন্ন জেলায় জিআর চালের বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বরাদ্দকৃত ঢেউটিন, ত্রাণ সামগ্রী ও খাদ্যশস্যের মধ্যে কি পরিমান বিতরণ বা ব্যয় হয়েছে এবং কি পরিমান জেলায় মজুদ আছে এবং যথাযথভাবে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়, এ বিষয়ে কোন অনিয়ম বা অভিযোগ পাওয়া যায় নি মর্মে উপপরিচালক (ত্রাণ-২) সভায় উল্লেখ করেন। প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাবে বিভিন্ন জেলায় বরাদ্দ দেয়া নৌযানসমূহ অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে এবং ক্রমান্বয়ে ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়ছে, যা অধিদপ্তরের মাধ্যমে দ্রুত দেখভাল করা প্রয়োজন মর্মে সভায় অনেক সদস্য মত প্রকাশ	ক. i) বরাদ্দকৃত ঢেউটিন,শুকনা খাবার, ত্রাণ সামগ্রী ও খাদ্যশস্যের মধ্যে কি পরিমান বিতরণ বা ব্যয় হয়েছে এবং কি পরিমান জেলায় মজুদ আছে সে তথ্য হালনাগাদ রাখতে হবে। মজুদকৃত শুকনা খাবারের মেয়াদ দেখে অধিদপ্তরে অবহিত করতে সংশ্লিষ্ট সকল জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাকে পত্র দিতে হবে। তাছাড়া ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী বছরের শুরুতেই কম্বল, শুকনা খাবার ঢেউটিনসহ অন্যান্য মালামাল ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত ক্রয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ii) বিভিন্ন জেলায় সচল ও অচল নৌযানের সার্বিক তথ্য সংশ্লিষ্ট জেলা হতে সংগ্রহ করে পরবর্তী সভায় করণীয় বিষয়ে প্রস্তাবনাসহ উপস্থাপন করতে হবে। খ.মোহাজের সম্পত্তি উদ্ধার বিষয়ে ৫টা অপেক্ষাকৃত বড় জেলাতে (যেমনঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, গাজীপুর ও দিনাজপুর) আলাদা সভা করে সুপারিশসহ মোহাজের সম্পত্তি'র সার্বিক চিত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। প্রয়োজনে রেকর্ড সংশোধনের পদক্ষেপ নিতে হবে। মোহাজের সম্পত্তিতে যেন নতুন করে কোন ইমারত বা ভবন নতুন করে তৈরী হতে না পারে সে জন্য জেলা প্রশাসকদের সাথে সার্বক্ষণিক	পরিচালক (ত্রাণ)/ ডিআরআরওগণ পরিচালক (ত্রাণ)/ উপপরিচালক (ত্রাণ-১/২)

করেন। খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মোহাজের সম্পত্তি উদ্ধারের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। যে সকল জেলায় মোহাজের সম্পত্তি আছে সে সকল জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাদের নিকট হতে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করে মোহাজের সম্পত্তি'র সার্বিক চিত্র অর্থাৎ জেলা/ উপজেলায় কত জমি অবৈধ দখলে এবং কত জমি সরকারের দখলে আছে এবং কত জমির জমির ভুমি উন্নয়ন কর অধিদপ্তর পরিশোধ করে সে বিষয়ে তথ্যাদি প্রস্তুতের জন্য সভাপতি অতি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেন। গ. ঢাকা জেলার ডেমরায় এবং বরিশাল জেলাধীন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের আলেকান্দা মৌজায় ৭.৮০ একর মোহাজের সম্পত্তি চিহ্নিত করে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করে সরকারের দখলে আনার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	যোগাযোগ রাখতে হবে। গ. যে সকল জেলায় মোহাজের সম্পত্তি আছে সে সকল জেলায় কবে-কখন মাঠ রেকর্ড হচ্ছে বা হবে তার খবর রাখতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার সহায়তায় মন্ত্রণালয়ের নামে রেকর্ডভূক্ত করণের প্রদক্ষেপ নিতে হবে। ঘ.১. ঢাকা জেলার ডেমরায় অবস্থিত মোহাজের সম্পত্তির মধ্যে কতটুকু সরকারের দখলে, কতটুকু অবৈধ দখলে এবং কতটুকু জমির ভুমি উন্নয়ন কর এ অধিদপ্তর পরিশোধ করে সার্বিক বিষয়ে তথ্য পরবর্তী মিটিংয়ের আগেই প্রেরণ করতে হবে। ঘ.২. বরিশাল জেলাধীন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের আলেকান্দা মৌজায় অবস্থিত ৭.৮০ একর মোহাজের সম্পত্তি চিহ্নিত করে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ করে সরকারের দখলে আনার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। অধিদপ্তর হতে সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে এবং প্রয়োজনে জেলা প্রশাসক বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার,বরিশাল এর সহায়তা নিতে হবে।	ডিআরআরও , ঢাকা। ডিআরআরও , বরিশাল
১০ .এমআইএম অনুবিভাগের কার্যক্রম		
ক. উপজেলাওয়ারী দুর্যোগের ধরণভিত্তিক (যেমন: অগ্নিকান্ড, বজ্রপাত, নৌকাডুবি/ পানিতে ডুবি) ক্ষয়ক্ষতির তথ্যাদি রেজিষ্টারে নিয়মিত সংরক্ষণ করা হয় এবং ২০২৫ সালে এ পর্যন্ত বজ্রপাতে ৭৮ জন লোক মৃতবরণ করেছে মর্মে পরিচালক(মিম) সভাকে অবহিত করেন। খ. অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট/ গ্যালারী নির্ভূলভাবে হালনাগাদ রাখার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। অধিকাংশ জেলা/উপজেলার ওয়েবসাইট ও তথ্য বাতায়ন আপডেট পাওয়া যায় না মর্মে উপপরিচালক (এমআইএম) সভায় উল্লেখ করেন।	ক.উপজেলাওয়ারী দুর্যোগের ধরণভিত্তিক ডাটা (যেমন: অগ্নিকান্ড, বজ্রপাত, নৌকাডুবি/ পানিতে ডুবি) ক্ষয়ক্ষতির তথ্যাদিসহ ইউনিয়ন ভিত্তিক সংরক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে। বিভিন্ন দুর্যোগে বা বজ্রপাতে মৃত মানুষের প্রতিমাসের হালনাগাদ তথ্য সংশ্লিষ্ট অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে। খ. ওয়েবসাইট সব সময় হালনাগাদ রাখতে হবে। সকল শাখার/প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্য প্রোগ্রামারকে দিতে হবে। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বদলির এক সপ্তাহের মধ্যে ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে এ জন্য বদলীর কপি / অনুলিপি তাৎক্ষণিকভাবে প্রোগ্রামারকে দিতে হবে। গ) সকল জেলা/উপজেলার ওয়েবসাইট ও তথ্য বাতায়ন সব সময় আপডেট রাখতে হবে। ঘ) ইমারজেন্সি অপারেশন ড্যাশ-বোর্ড এবং অন্যান্য সফটওয়ার তৈরী বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। ঙ) মন্ত্রণালয়ের সাথে দ্রুত যোগাযোগ করে প্রোগ্রামার নিয়োগের ব্যবস্থা নিতে হবে।	পরিচালক (এমআইএম)/ ও উপপরিচালক (এমআইএম) খ. সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তা ও প্রোগ্রামার গ) পরিচালক (প্রশাসন) ও প্রোগ্রামার
১১.পরিকল্পনা ও প্রশমন শাখার কার্যক্রম		
ক. পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, বন্যা-আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প, মাটির রাস্তা এইচবিবিকরণ, ব্রীজ কালভার্ট প্রকল্পসহ এডিপিভূক্ত মোট ১০টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। যার মধ্যে ০৯টি বিনিয়োগ এবং ০১টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। এছাড়া ০৬টি নতুন প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত ডিপিপি/পিডিপিপি প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প একনেকে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে, দুর্যোগ ঝুকিঁহ্রাসে সুবিধাবঞ্চিত জনগনের জীবনমান উন্নয়ন ও বন্যার সময় মৃতদেহ দাফনের জন্য কবরস্থান/শ্মশান/ Cemetery উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র ও কাম ত্রাণ গুদাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। Bangladesh Sustainable Recovery Emergency preparedness and Response Project (B-strong) (DDM-part) প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মেও তিনি সভায় উল্লেখ করেন। (খ) প্রশমন অধিশাখাঃ SOD অনুযায়ী সকল কমিটির সভা সময়মত আহবানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এসওডি-২০১৯ অনুযায়ী মহাপরিচালক মহোদয় সভাপতি/সদস্য-সচিব হিসেবে গঠিত কমিটির বিবরণ:	ক. একনেকের জন্য অপেক্ষমান থাকা ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পসহ ডিপিপি/পিডিপিপি প্রেরণ করা প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা বা হালনাগাদ অগ্রগতি পরবর্তী সভায় আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে হবে। খ) অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে সকল প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য আপলোড করে হালনাগাদ	পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) উপপরিচালক (পরিকল্পনা/ মিম)

০১	দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে জাতীয় প্ল্যাটফরম (NPDRR)	সভাপতি: সচিব মহোদয়। সদস্য সচিব : মহাপরিচালক
০২	বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন/দুর্যোগ সতর্ক বার্তা দ্রুত প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটি।	সভাপতি- মহাপরিচালক সদস্য সচিব- পরিচালক (এমআইএম)

০৩	ফোকাল পয়েন্ট অপারেশনাল কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ (FPOCG)-সম্পর্কিত কমিটি।	সভাপতি- মহাপরিচালক সদস্য সচিব-পরিচালক (পরি: ও উন্ন:)	রাখতে হবে এ সকল তথ্য উপপরিচালক (পরিকল্পনা) প্রোগ্রামারকে সরবরাহ করবে।	
০৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত এনজিওসমূহের সমন্বয় কমিটি।	সভাপতি: সচিব মহোদয়। সদস্য সচিব : মহাপরিচালক		
০৫	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা টাস্কফোর্স।	সভাপতি- মহাপরিচালক মহোদয় সদস্য সচিব- পরিচালক (গবেষণা ও প্রশিক্ষণ)		
০৬	দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ কমিটি।	সভাপতি- মহাপরিচালক, সদস্য সচিব- পরিচালক (ত্রাণ)		

১২. এপিএ বিষয়ে আলোচনা

APA কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে আলোচনা।	APA কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল), নথি বিনষ্টকরণ,শুদ্ধাচার,তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও ইনোভেশনসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২. এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা যথাসময়ে যথাযথভাবে অর্জন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে টিআর/ কাবিখাসহ সকল উন্নয়নমূলক প্রকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন/মনিটরিং/ কর্মোত্তর জরী যাচাই করবেন এবং যাচাই প্রতিবেদন এর কপি সংশ্লিষ্ট পরিচালক এবং প্রকল্প পরিচালকসহ এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বরাবরে দাখিল করবেন।	পরিচালক (গবেষণা ও প্রশিক্ষণ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও এপিএ ফোকাল পয়েন্ট

১৩. (গবেষণা ও প্রশিক্ষণঅনুবিভাগেরকার্যক্রম)

(ক) গবেষণা অধিশাখাঃ বিভিন্ন দুর্যোগ ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিভিন্ন উপায় নির্ধারণে অধিকতর গবেষণা করা বিষয়ে আলোচনা। (খ) প্রশিক্ষণ অধিশাখাঃ এপিএ কর্ম-পরিকল্পনা এর লক্ষ্যমাত্রা এবং চলমান কার্যক্রম বাস্তবায়ন, অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব তৈরী, প্রকল্পের প্রি-ওয়ার্ক/পোষ্ট-ওয়ার্ক পরিমাপ গ্রহণ এবং ভূমি রেকর্ড সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান বিষয়ে আলোচনা।	(ক) গবেষণা অধিশাখাঃ বিভিন্ন দুর্যোগ ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিভিন্ন উপায় নির্ধারণসহ নতুন নতুন আইডিয়া উদ্ভাবনে অধিকতর গবেষণা করে সুনির্দিষ্ট উপায় বের করতে হবে। দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণার প্রস্তাবিত প্রস্তাবনা ও গবেষকের নাম তালিকা দ্রুত চূড়ান্ত করে নির্ধারণ করে জমা দিতে হবে। খ) ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের শুরুতেই পুরা বছরের প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে, প্রশিক্ষণ মডিউলে পিআইওদেরকে প্রকল্পের প্রি-ওয়ার্ক/পোষ্ট-ওয়ার্ক পরিমাপ গ্রহণ এবং ভূমি রেকর্ড সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	পরিচালক (গবেষণা ও প্রশিক্ষণ) পরিচালক (প্রশাসন)

১৪. বিবিধ

ক) এ অধিদপ্তরের চলমান/সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও অর্জনসমূহ এ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে তাৎক্ষণিকভাবে আপলোডকরণ বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। খ) এ অধিদপ্তরে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যয় সাশ্রয়করণ এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তাছাড়া বিদ্যুৎ সংযোগ সবসময় নিরাপদ রাখা এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিরাপদ সংযোগের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	ক) এ অধিদপ্তরের চলমান/ সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজ, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা/উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়নকর্মকর্তার পদায়ন ও অর্জনসমূহ এ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে তাৎক্ষণিকভাবে ছবিসহ আপলোড করে হালনাগাদ রাখতে হবে। খ) সংশ্লিষ্ট রুমে অবস্থানকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ স্ব-স্ব রুম/কক্ষ ত্যাগ করার সময় ফ্যান, লাইট এবং কম্পিউটার এর সুইচ তাঁদের স্ব-উদ্যোগে বন্ধ করবেন।	ক) প্রোগ্রামার ও সংশ্লিষ্ট শাখাপ্রধান খ)সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী
গ) ক্ষতিগ্রস্ত ইন্টারনেট এবং টেলিফোন সংযোগ দ্রুত স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা। এ বিষয়ে সহকারী প্রকৌশলী (কাবিখা) বলেন যে, ইতোমধ্যে টেলিফোন এবং বিদ্যুৎ লাইন মেরামত করে সংযোগ দেয়া হয়েছে। ২টি লিফট সচল করা হয়েছে। ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হচ্ছে এবং অন্যান্য মেরামত কাজ চলমান আছে।	গ) গত ১৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে ক্ষতিগ্রস্ত এসি এবং টেলিফোন সংযোগ স্থাপনের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।	গ) পরিচালক (প্রশাসন) ও সহকারী প্রকৌশলী (কাবিখা)
ঘ) বিভিন্ন অধিশাখা এবং উইংয়ে কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং ফটোকপি মেশিন নষ্ট বা অকেজো অবস্থায় আছে মর্মে অনেক সদস্যই সভায় উল্লেখ করেন।	ঘ) সংশ্লিষ্ট অধিশাখা বা উইং থেকে অকেজো কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং ফটোকপি মেশিনের তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলো মেরামত যোগ্য হলে মেরামত করা এবং প্রয়োজনে নতুনভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য অর্থ বছরের শুরুতেই পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা করতে হবে।	ঘ)উপপরিচালক (প্রশাসন-২)

ঙ) অফিসিয়াল ই-মেইল এবং বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা।	ঙ) অফিসিয়াল ই-মেইল এবং বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহারকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অধিক সতর্কতার সাথে ই-মেইল এবং বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার করবেন এবং পাসওয়ার্ড সংযোজন বিচক্ষণতার সাথে করবেন, কোন অনাকাংখিত ঘটনা বা হ্যাক এড়ানোর জন্য প্রয়োজনে প্রোগ্রামারের সহায়তা নিতে হবে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্র দিয়ে অবহিত করতে হবে।	ঙ)প্রোগ্রামার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারী
চ) বিভিন্ন দুর্যোগের সময় অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপযুক্ত নিরাপত্তার স্বার্থে পরিধানের জন্য অধিদপ্তরের লোগো সম্বলিত নির্ধারিত জ্যাকেট/এ্যাপ্রোন তৈরীকরণ বিষয়ে আলোচনা।	চ) বিভিন্ন দুর্যোগের সময় দুর্যোগ স্থলে অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপযুক্ত নিরাপত্তার স্বার্থে অধিদপ্তরের লোগো সম্বলিত নির্ধারিত জ্যাকেট/এ্যাপ্রোন প্রস্তুত ও পরিধানের প্রস্তাবনা বিস্তারিতভাবে সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	

০৩। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২১-০৮-২৫

(রেজওয়ানুর রহমান)
মহাপরিচালক
ফোন: ০২-৫৮৮১৫৪৯৫

স্মারকনং -৫১.০১.০০০০.০০৩.০৬.০৪৩.২৪. ৫৮০

তারিখ:২১.০৮.২০২৫ খ্রি.

অনুলিপি:সদয় অবগতিও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

১। পরিচালক/ প্রকল্প পরিচালক ....,(সকল) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর,ঢাকা।
২। জেলাপ্রশাসক ....(সকল)।
৩। উপপরিচালক/ উপপ্রকল্প পরিচালক,.......................(সকল) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর,ঢাকা। ।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।(সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৫। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা,..(সকল)।
৬। প্রোগ্রামার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কার্যবিবরণী ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।
৭। সহকারী পরিচালক (সকল) পিআইও/সহকারী প্রকৌশলী (সকল) . ... ,দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর,ঢাকা।
৮। প্রধান ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জরুরি ত্রাণ গুদাম।
০৯। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা,তেজগাঁও সার্কেল, ঢাকা।
১০। কম্পিউটার অপারেটর/ হিসাব রক্ষক/উচ্চমান সহকারী..................... ,(সকল)দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর,ঢাকা।
১১। মহাপরিচালক এর ব্যক্তিগত সহকারী ,দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।(মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১২। অফিস কপি।

২১/৮/২৫

(তাসনুভা নাশতারান)
(উপসচিব)
উপপরিচালক (প্রশাসন-১)
ফোন-০২-২২২২৬১৩৬০